উত্তর বাংলা কলেজ
কাকিনা, লালমনিরহাট।
বিষয়ঃ অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল
শ্রেণীঃ একাদশ(বিএম)

অনলাইন ক্লাস

উপস্থাপকঃ
মোঃ ফাতাহুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭৩৭৮৪৯৪৯১

অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় (১ম ক্লাস)

প্রশ্নঃ অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর। অথবা প্রশ্নঃ অর্থনীতি বলতে কী বোঝায়? অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তরঃ অর্থনীতির সংজ্ঞাঃ অর্থনীতি সমাজ বিষয়ক বিজ্ঞানের সেই অংশ, যা সমাজবদ্ধ মানুষের আর্থিক দিক নিয়ে আলোচনা করে। অথ্যাৎ অর্থনীতি হল এমন একটি পরিবর্তনশীল সামাজিক বিজ্ঞান যা মানুষের আয় ও এর বন্টন, কর্মসংস্থান, মানবিক কল্যাণ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কল্পে অসীম অভাব ও বিকল্প ব্যবহার উপযোগী। সীমিত সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পথ নির্দেশ করে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির অনেক সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে তাদের দেয়া অর্থনীতির কয়েকটি সংজ্ঞা তুলে ধরা হলঃ

১। অর্থনীতির জনক এডাম স্মিথ তাঁর 'Wealth of Nations' গ্রন্থে বলেছেন, "অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা জাতি সমূহের সম্পদের প্রকৃতি ও কারন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে।"

২। অধ্যাপক মার্শাল বলেছেন, " অর্থনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী আলোচনা করে।"

৩। অধ্যাপক এল.রবিনস এর মতে, " অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব ও বিকল্প ব্যবহার যোগ্য অপ্রতুল উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক পর্যালোচনা কর।"

পরিশেষে বলা যায়, অর্থনীতি হল এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কিভাবে মানুষ অপ্রাচুর্যের সাথে তাদের অভাবের সামাঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা চালায় এবং কিভাবে মোট বিনিময়ের মাধ্যমে বাস্তায়িত হয় তা আলোচনা করে।

অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়ঃ

সমাজবদ্ধ মানুষের সকল অর্থনৈতিক কাজকর্ম অর্থনীতির আওতাভূক্ত বলে সমাজের সর্বস্তরের মানষের নিকট এর গুরুত্ব রয়েছে। সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতি পাঠের প্রযোজনীয়তা আলোচনা করা হল-

(১) **মানুষের দৈনন্দিন জীবনেঃ** সমাজবদ্ধ মানুষকে দৈনন্দিন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধান খুঁজে পেতে অর্থনীতি পাঠ করা প্রয়োজন। অসীম অভাব ও সীমাবদ্ধ উপকরণের বিকল্প ও সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য অর্থনীতি সম্পর্কে ধারনা একান্ত প্রয়োজন।

(২) **পেশাজীবিদের জন্যঃ** কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবি, ব্যবসায়ী তথা সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য অর্থনীতি পাঠ করা দরকার।

(৩) **চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি বৃত্তি বিকাশের জন্যঃ** অর্থনীতি পাঠের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে। কেইন্স এর মতে, " অর্থনীতি একটি চিন্তামূলক পদ্ধতি যার সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। "রবার্টসন বলেছেন, " অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।"

(৪) **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের ক্ষেত্রেঃ** দুষ্প্রাপ্য সীমিত সম্পদের দ্বারা অসীম অভাব পূরণের জন্য সামঞ্জস্য বিধান জনিত সমাধানে পৌঁছার জন্য বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদের সুষ্ঠু ও সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে তা সম্ভব।

(৫) **মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রেঃ** সীমাবদ্ধ সম্পদ দিয়ে সীমাহীন অভাব পূরণের জন্য মানুষকে মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক। অর্থনীতি মিতব্যয়ী হতে শিক্ষা দেয়।

(৬) **পরিকল্পনা প্রনয়নেঃ** দ্রুত উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন দ্রব্য কতটুকু, কখন কিভাবে, কাদের জন্য উৎপাদন ও বন্টন করা হবে তা নির্ভর করে সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সঠিক পরিকল্পনা প্রনয়নের উপর। এজন্য অর্থনীতি পাঠ অত্যন্ত পয়োজন।

(৭) **সরকারি প্রশাসনের ক্ষেত্রেঃ** সরকার বাজেট প্রনয়ণ, কর আরোপ ও সংগ্রহনীতি, মুদ্রাস্ফীতি, ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক বাণিজ্য, জনসংখ্যা তথা দেশের সার্বিক পরিচালনার জন্য অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজন।

(৮) **রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রেঃ** রাজনৈতিক মতাদর্শ বা কর্মকান্ড অর্থনীতির তথ্য ও চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। সমাজতান্ত্রিক বা বাজার অর্থনীতি যাই বলি না কেনসবই অর্থনীতির ধারনা। অর্থনৈতিক সাফল্য বা ব্যর্থতা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও ব্যর্থতার মূল। সরকারি বা বিরোধ দলীয় রাজনীতিবিদদের জন্য অর্থনীতি পাঠ সফলভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) **সমাজকর্মী, শ্রমিক, নেতা, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের জন্যঃ** সমাজকর্মী, শ্রমিক নেতা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি তথা সমাজের সকল স্তরের নেতা কর্মীদের সুষ্ঠু ভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থনীতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

(১০) **তুলনামূলক জ্ঞানলাভেঃ** অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনামূলক জ্ঞান ব্যক্তি বিশেষ বা রাষ্ট্রকে অধিক অনুপ্রাণিত করে। উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো অধিক লাভবান হতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমানে অর্থনীতি একটি কল্যাণকর সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সর্বক্ষন সমাদৃত। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি করে কিভাবে অধিক সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নাগরিকের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা যায় অর্থনীতি সেটির নিশ্চয়তা প্রদান করে। তাই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে নিছকজ্ঞান লাভের জন্য নয়, বরং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থনীতি পাঠ করা একান্ত অপরিহার্য।

উত্তর বাংলা কলেজ
কাকিনা, লালমনিরহাট।
বিষয়ঃ অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল
শ্রেণীঃ একাদশ(বিএম)

অনলাইন ক্লাস

উপস্থাপকঃ
মোঃ ফাতাহুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭৩৭৮৪৯৪৯১

অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় (২য় ক্লাস)

প্রশ্নঃ অধ্যাপক এল.রবিনস প্রদত্ত অর্থনীতির সংজ্ঞাটি বৈশিষ্ট্যসহ আলোচনা কর।
অথবা
অধ্যাপক এল.রবিনসের সংজ্ঞাটি সমালোচনা সহ আলোচনা কর।

উত্তরঃ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক এল.রবিনস ১৯৩১ সালে প্রকাশিত তাঁর "Nature and significance of Economic Science'' গ্রন্থে অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-" অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের অভাব ও বিকল্প ব্যবহার যোগ্য দুষ্প্রাপ্য সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন মূলক কার্যাবলী আলোচনা করে।" একাধিক অভাব পূরণের ক্ষমতা সম্পন্ন । অপ্রচুর দ্রব্যের সাথে উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টাই অর্থনীতি। এক কথায় রবিনস এর মতে, অর্থনীতি হলো 'উপকরণ' ও 'উদ্দেশ্যের' মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা। রবিনস এর সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে সংজ্ঞাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলঃ-

১.অর্থনীতি একটি বিজ্ঞানঃ রবিনস তাঁর সংজ্ঞার অর্থনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আলোচনা করে।

২.অসীম অভাবঃ মানুষের অভাব অসীম এবং অভাবের প্রকৃতি ও পরিমান বিভিন্ন প্রকারের। একটি অভাব পূরণ হতে না হতেই অসংখ্য নতুন অভাব দেখা দেয়।

৩. **সীমিত সম্পদঃ** অভাব পূরোনপযোগী সম্পদ ও সময় অত্যন্ত সীমিত। সম্পদের সীমাবদ্ধ যোগান এবং সময়ের স্বল্পতার কারনেই অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রয়োজন হয়।

৪. **সম্পদের বিকল্প ব্যবহারঃ** সম্পদের যোগান সীমিত বলে একই সম্পদ আমাদের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা পূরণের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট পরিমান সম্পদ একই সময়ে একাধিক অভাব পূরণে ব্যবহৃত হয় না।

৫। **অভাবের আপেক্ষিক গুরুত্বঃ** মানুষের অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দিয়ে পূরণ করতে হলে তার প্রয়োজনের তীব্রতা ও গুরুত্ব বিচার করে 'অগ্রাধিকার' ঠিক করে নিতে হয়। আগে কোনটা পূরণ করবে, পরে কোনটি তা বিবেচনা করতে হবে। প্রথমে আবশ্যকীয়, পরে আরামপ্রদ এবং তারপর বিলাস দ্রব্যের অভাব পূরণ করতে হয়।

৬। **নির্বাচন ও সমন্বয় সাধনঃ** সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ 'উপযোগীতা' প্রাপ্তির জন্য কোন কোন অভাব কতটুকু কী পরিমান সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব তা নির্ধারণ করতে হবে। অভাবের গুরুত্ব নির্বাচন ও সম্পদের সমন্বয়

সাধনই অর্থনীতির মূল বিষয়।

৭। **ব্যয় সংকোচনঃ** আমাদের অপ্রতুল সম্পদ দিয়ে অভাব মেটানোর ব্যয় সংকোচন বা অপচয় রোধ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

এল রবিনস এর সংজ্ঞাটির সমালোচনাঃ এল রবিনসের সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত এবং উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। নিম্নে এল রবিনসের সংজ্ঞাটির সমালোচনা উল্লেখ করা হলঃ

১। **বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাঃ** রবিনস অর্থনীতির পরিধি অত্যধিক ব্যাপক করে তুলেছেন। তাঁর মতে সীমাবদ্ধ যোগান বিশিষ্ট বিকল্প ব্যবহার যোগ্য সকল সম্পদই অর্থনীতির আওতাভূক্ত। কিন্তু রবার্টসনের মতে, ক্রিকেটে অধিনায়ক যদি স্লিপে ফিল্ডারের অভাববোধ করে,তবে কি তা অর্থনীতির আওতাভূক্ত হবে? না, তা হবে না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির বিষয়বস্তু ব্যাপক হয়েছে।

২। **সংকীর্ণতাঃ** রবার্ট সনের মতে, রবিনসের সংজ্ঞাটি সংকীর্ণতা বটে। বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহারে যে সকল সাংগাঠনিক ত্রুটি থাকে রবিনস তা বাদ দিয়ে অর্থনীতির ক্ষেত্র সংকীর্ণ করে ফেলেছেন।

৩। **সামাজিক দিক উপেক্ষিতঃ** রবিনস তাঁর সংজ্ঞায় সামাজিক দিক উপেক্ষা করেছেন। প্রত্যেকের অর্থনৈতিক আচরণের সামাজিক গুরুত্ব থাকে।

৪। **মানব কল্যাণ উপেক্ষিতঃ** রবিন্সের সংজ্ঞায় মানব কল্যাণ উপেক্ষিত হয়েছে। বোল্ডিং এর মতে, অপ্রাচুর্যই কেবলমাত্র অর্থনীতির বিষয়বস্তু নয়, জনকল্যাণ ও এর আলোচনার অর্ন্তভূক্ত। জনকল্যাণ সকলের কাম্য।

৫। **অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর কর্মগুরুত্বঃ** রবিন্সের সংজ্ঞায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় নি। তিনি উপকরণের যোগান অপরিবর্তনীয় বর্তনীয় ধরেছেন। কিন্তু অধুনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি উল্লেখযোগ্য শাখা।

৬। **বিনিময়ের ধারনা অনুপস্থিতঃ** মানুষের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, রবিন্সের সংজ্ঞায় তা উল্লেখ নাই।

৭। **অর্থের ভূমিকা উপেক্ষিতঃ** রবিন্সের সংজ্ঞায় অসীম সম্পদ ও অসীম অভাবের সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ সমন্বয় সাধন যে অর্থের মাধ্যমে করা হয়, তার কোন উল্লেখ নাই।

৮। **বেকারত্বের বিশ্লেষণ নাইঃ** রবিন্সের সংজ্ঞায় বেকার সমস্যা সম্পর্কিত কোন আলোচনা নেই। অথচ বর্তমান সকল দেশের জন্য বেকার সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

পরিশেষে বলা যায় যে, রবিন্স এর সংজ্ঞাটি ত্রুটিমুক্ত না হলেও তাঁর সংজ্ঞাটি বিজ্ঞানসম্মত এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ কারি। এমনটি পরবর্তীতে যতগুলো উন্নত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, তার সবগুলো রবিন্সের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই করা হয়েছে।

উত্তর বাংলা কলেজ
কাকিনা, লালমনিরহাট।
বিষয়ঃ অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল
শ্রেণীঃ একাদশ(বিএম)

অনলাইন ক্লাস

উপস্থাপকঃ
মোঃ ফাতাহুর রহমান
মোবাইলঃ ০১৭৩৭৮৪৯৪৯১

অধ্যায়ঃ প্রথম অধ্যায় (৩য় ক্লাস)

প্রশ্নঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।
অথবা
বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তরঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে মূলত পুজিঁবাদী অর্থব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা, বেসরকারি উদ্যোগের পূর্ণ স্বাধীনতাসহ পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রায় সব বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান ছিল। এদেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। ফলে সমাজে ধনী দরিদ্রের আয় বৈষম্য ছিল চরম। স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জাতীয়করণ নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুযায়ী মৌলিক শিল্পসমূহ জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থব্যবস্থা আবারো পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৮২ সালের নতুন শিল্পনীতিতে রাষ্টায়াত্ত্ব খাত থেকে পর্যায়ক্রমে পুঁজি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করায় অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ বেসরকারি খাতে আরো বেশী সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে এবং দক্ষ বেসরকারি খাত বিকাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

(১) **সরকারি বিনিয়োগঃ** জাতীয় নিরাপত্তা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সরকার গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকারখানা ও ব্যবসা-বানিজ্য সরাসরি মূলধন বিনিয়োগ করে সেগুলো সরকারের প্রত্যক্ষ মালিকানাদীন ও নিয়ন্ত্রনাধীন রয়েছে।

(২) **বেসরকারি বিনিয়োগঃ** মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পকারখানা এবং অভ্যন্তরীন ব্যবসা বানিজ্যগুলো বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে বেসরকারিমুখী সংস্কারের পেক্ষিতে বৈদেশিক বিনিয়োগসহ স্থানীয় অর্থায়ন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(৩) **সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা ঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে সম্পদের একচেটিয়া মালিকানা রোধকল্পে কৃষিচজাত এবং শহরের ভূমির মালিকানার ওপর সরকার উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

(৪) **ভোক্তার স্বাধীনতাঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভোক্তার স্বাধীনতা একটি স্বীকৃত বিষয়। প্রত্যেক ভোক্তা তার নিজস্ব পছন্দ, ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী যে কোন দ্রব্য যে কোন পরিমানে এবং যে কোন সময়ে অবাধে ক্রয় ও ভোগ করতে পারে। ভোক্তার চাহিদা বিবেচনা করে উৎপাদনকারি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান নির্ধারণ করে।

(৫) **মুনাফার উপস্থিতিঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুনাফার অর্জন স্বীকৃত। তবে শুধুমাত্র বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ মুনাফা অধিক প্রযোজ্য। অবশ্য সরকার মুনাফা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

(৬) **দাম নির্ধারণঃ** বাংলাদেশে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে বাজার ব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে। তবে সরকার রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি, বানিজ্যনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে বাজারব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

(৭) **অর্থনৈতিক পরিকল্পনাঃ** বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ও বাস্তবধর্মী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এ পরিকল্পনায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কোন খাতে কী পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করা হবে তার নির্দেশ থাকে।

(৮) **সরকারি ও বেসরকারি খাতে সহাবস্থানঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি খাতগুলো পাশাপাশি কাজ করছে। উভয় খাত একে অন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় লিপ্ত না হয়ে বরং এক অন্যের সাথে পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

(৯) **শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণঃ** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রমিকের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য শ্রম নীতি রয়েছে। শিশুশ্রম রাষ্ট্রীয় ভাবে আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া শ্রমিক সংঘ গঠনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও রয়েছে।

(১০) **সামাজিক নিরাপত্তাঃ** সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সরকার সবার জন্য শিক্ষা, মহিলাদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাছাড়া বয়স্কভাতা গ্রীহহীন দরিদ্রদের ঋণ প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশ ও বর্তমান বাজার অর্থনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।